মিস (পুনঃ) ১২/২০২২

উপস্থিত- মোঃ হাসান জামান, সিনিয়র সহকারী জজ
সিনিয়র সহকারী জজ আদালত, পটিয়া, চট্টগ্রাম

অদ্য আদেশের জন্য দিন ধার্য আছে। উভয়পক্ষ গরহাজির।

নথি আদেশের জন্য গ্রহণ করলাম। মিস্ মামলার দরখাস্ত, তার বিরুদ্ধে লিখিত আপত্তি , বিজ্ঞ কৌসুলিগনের বক্তব্য ও সমগ্র নথি পর্যালোচনা করলাম।

প্রার্থীপক্ষের মামলার বিবরণ সংক্ষেপে এই যে,

দরখাস্তকারীপক্ষ ১৯০৮ সালের দেওয়ানী কার্যবিধির আদেশ ৯ বিধি ১৩ ও ১৫১ ধারা মোতাবেক অত্র মিস মোকদ্দমা আনয়ন করিয়াছে। বাদী/প্রতিপক্ষগণ মূল অপর ১৫১/২০০২ মোকদ্দমাটি অত্র বিবাদী/প্রার্থীকগনের বিরুদ্ধে ঘোষনামূলক ডিক্রীর প্রার্থনায় আনয়ন করেছিলেন। অত্র মোকদ্দমার দরখাস্তকারীগণ মূল মোকদ্দমার ৬/৭/৮/১০ নং বিবাদী ছিল। বাদী প্রতিপক্ষগণ উক্ত মূল মামলার বিবাদী প্রার্থীকগনের নামীয় পদাতিক ও ডাক সমন গোপনে জারি দেখিয়ে তাদের কে অন্ধকারে রেখে ২৭/০৯/২০০৪ খ্রিঃ তারিখে একতরফা আদেশ ও ০৪/১০/২০০৪ খ্রিঃ তারিখে একতরফা ডিক্রী হাসিল করেন। বিবাদী/প্রার্থীকগনের দায়েরী অপর ১৩০৩/২০২১ নম্বর মামলায় বিবাদীদের দাখিলী জবাব মারফত প্রার্থীকগণ উক্ত একতরফা ডিক্রী বিষয়ে সর্বপ্রথম জানতে পারেন। পরবর্তীতে ০৩/০৪/২২ ইং তারিখে সংবাদের নকল প্রাপ্তে প্রার্থীকগণ কথিত একতরফা ডিক্রী বিষয়ে সম্যক অবগত হন। প্রার্থীকগণ মুসলিম পর্দানশীন মহিলা ও শ্বশুরালয়ে অবস্থান করায় ১ নং বাদী/প্রতিপক্ষ গোপনে মূল মালার একতরফা ডিক্রী হাসিল করেন। বাদী প্রতিপক্ষগণ জারিকারকের সহিত যোগসাজসক্রমে মিথ্যা ও বে-আইনীভাবে প্রার্থীকগনের নামীয় সমন জারি দেখিয়ে কথিত একতরফা ডিক্রী হাসিল করেন। প্রার্থীকগণ মামলা সম্পর্কে পূর্বেই অবগত হইলে তাহারা অবশ্যই মূল মামলায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতেন। মামলা সম্পর্কে না জানিবার কারণে মিস মোকদ্দমা দায়েরে ১৭ বছর ১১ মাস ২৭ দিন বিলম্ব হইয়াছে। দরখাস্তকারীপক্ষ পৃথক দরখাস্তযোগে উক্ত তামাদি মওকুফের জন্যও প্রার্থনা করিয়াছেন। মূল মামলায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে না পারায় অত্র দরখাস্তকারীর অপূরণীয় ক্ষতি হইয়াছে। ফলে উল্লেখিত একতরফা আদেশ ও ডিক্রি রদ-রহিত করিয়া মূল মোকদ্দমা পুনঃবহালের প্রার্থনা করেন।

অত্র মোকদ্দমায় ১ নং বাদী-প্রতিপক্ষ আপত্তি দাখিল করিয়া প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন। তাহার দাখিলীয় আপত্তির বক্তব্যর সংক্ষিপ্তরূপ এই যে,

নালিশী ভুমি অত্র বাদী/প্রতিপক্ষের খরিদা স্বত্বীয় ভুমি হয়। অত্র প্রতিপক্ষ স্বত্ব ও বি এস খতিয়ান ভুল মর্মে ঘোষনার প্রার্থনায় মূল অপর ১৫১/২০০২ নং মোকদ্দমা আনয়ন করত ২৭/০৯/২০০৪ খ্রিঃ তারিখে একতরফা ডিক্রী প্রাপ্ত হয়। প্রার্থীকগণ মূল মোকদ্দমায় ৬/৭/৮/১০ নং মোকাবেলা বিবাদী ছিলেন। অত্র মিস মামলার ২ নং প্রার্থীক মূল মামলার ৭ নং বিবাদী যিনি অত্র প্রতিপক্ষের স্ত্রী হয় এবং অপরাপর ১/৩/৪ নং প্রার্থীকগণ অত্র প্রতিপক্ষের স্ত্রীর সহদোর ভগ্নি হন। প্রার্থীকগনের প্রতি সমন ও নোটিশ রীতিমত জারি করা হয়েছিল এবং মূল মোকদ্দমার বিষয় ও রায় ডিক্রী বিষয়ে প্রার্থীকগণ পূর্বাপর অবগত ছিলেন। প্রার্থীকগণ নালিশী দাগের অনালিশী কিছু জায়গা সম্পর্কে গত ১০/০৪/২০১৩ খ্রিঃ তারিখে ৫৩৭৮ নং আম-মোক্তারনামামূলে জনৈক নাজমুন নাহার রিকুকে আম-মোক্তার নিযুক্ত করেন। উক্ত আম-মোক্তার ১-৪ নং প্রার্থীকের অমতে অত্র মিস মামলা আনয়ন করেছেন।

উক্ত নাজমুন নাহার রিকু অত্র প্রতিপক্ষ কে অযথা হয়রানী করার কুমানসে অত্র হয়রানীমূলক মামলা দীর্ঘ ১৮ বছর পর দায়ের করেছেন। অত্র মিথ্যা মোকদ্দমা খরচাসহ নামঞ্জুর হবে।

বিচার্য বিষয় ঃ

মূল অপর ১৫১/২০০২ মোকদ্দমার গত ২৭/০৯/২০০৪ ইং তারিখের একতরফা আদেশ ও গত ০৪/১০/২০০৪ ইং তারিখে একতরফা ডিক্রী দরখাস্তকারী পক্ষের প্রার্থিতমতে রদ-রহিতযোগ্য কি না ?

আলোচনা ও সিদ্ধান্ত ঃ

অত্র মামলায় ১-৪ নং প্রার্থীপক্ষে আম-মোক্তার **নাজমুন নামাহর (Pt.W.1)** এবং প্রতিপক্ষ ০২ (এক) জন সাক্ষী আবদুস সোবহান (Op.W.1) ও চেহের বানু (Op.W.2) হিসাবে মৌখিক সাক্ষ্য প্রদান করেন। **Pt.W.1** কর্তৃক দাখিলীয় কাগজাদি প্রদর্শনী-১-৩ হিসাবে চিহ্নিত হয়েছে। অপরদিকে বিবাদীপক্ষ কোন কাগজাদি দাখিল করেননি।

নাজমুন নামাহর (Pt.W.1) এবং **আবদুস সোবহান (Op.W.1)** জবানবন্দি প্রদান করে যথাক্রমে মিস্ মামলার দরখাস্ত ও তার বিরুদ্ধে লিখিত আপত্তিকে সমর্থন করেছেন।

বিবেচ্য বিষয় নং ১ ঃ

ইহা স্বীকৃত যে মূল ১৫১/২০০২ অপর মোকদ্দমায় দরখাস্তকারীগণ ৬/৭/৮/১০ নং মোকাবেলা বিবাদী এবং মূল ১ নং প্রতিপক্ষ বাদী শ্রেনীভুক্ত ছিলেন। অত্র মামলার দরখাস্তকারী ১-৪ নং প্রার্থীকের আম-মোক্তার দাবি করিয়া অত্র মিস মামলা আনয়ন করেন। প্রার্থীকগণ মিস মোকদ্দমা আনয়ন করার জন্য **নাজমুন নামাহর Pt.W.1** কে পৃথক কোন আম-মোক্তারনামা প্রদান করেছেন মর্মে দৃষ্ট হয় নি। ২ নং প্রার্থীক Op.W.2 প্রার্থীকগনের কথিত আম-মোক্তার **Pt.W.1** কে অত্র মিস মামলার দায়ের করার কোন ক্ষমতা অর্পন না করার দাবি করলেও **Pt.W.1** কর্তৃক দাখিলীয় ১০/০৪/২০১৩ ইং তারিখের রেজিষ্ট্রিকৃত ৫৩৭৮ নং আম-মোক্তারনামা দলিল প্রদর্শনী-২ হতে প্রতীয়মান যে প্রার্থীক গণ **Pt.W.1** কে আম-মোক্তারনামার তফসিলোক্ত সম্পত্তি বিষয়ে মামলা মোকদ্দমা করার ক্ষমতা অর্পণ করেন। তাছাড়া মূল ১৫১/২০০২ নং মামলার তফসিলোক্ত সম্পত্তি কথিত আম-মোক্তারনামার তফসিলোক্ত সম্পত্তির অন্তর্গত মর্মে পাওয়া গিয়াছে। সুতরাং **Pt.W.1** এর অত্র মামলা আনয়নে কোনরুপ প্রতিবন্ধকতা আছে মর্মে দৃষ্ট হয়নি।

Pt.W.1 এর দাবিমতে মূল মোকদ্দমার কোন পদাতিক বা ডাক সমন দরখাস্তকারীগনের উপর আদৌ জারী হয়নি। প্রার্থীকগণ মুসলিম পর্দানশীন মহিলা ও শ্বশুরালয়ে অবস্থান করায় ১ নং বাদী/প্রতিপক্ষ গোপনে মূল মামলার একতরফা ডিক্রী হাসিল করেন। বাদী প্রতিপক্ষ জারিকারকের সহিত যোগসাজসক্রমে মিথ্যা ও বে-আইনীভাবে প্রার্থীকগনের নামীয় সমন জারি দেখিয়ে কথিত একতরফা ডিক্রী হাসিল করেন। প্রার্থীকপক্ষের এরুপ দাবি কে অস্বীকার পূর্বক OPW-1 দাবি করেন যে, মূল মোকদ্দমায় দরখাস্তকারীগণ যথাযথভাবে সমন নোটিশ প্রাপ্ত হন এবং মূল মামলা ও কথিত একতরফা ডিক্রী বিষয়ে পূর্বাপর অবগত ছিলেন। প্রার্থীকপক্ষ প্রতিপক্ষ কে অযথা হয়রানী করার উদ্দেশ্যে দীর্ঘ ১৮ বছর পর অত্র মিস মামলা

আনয়ন করেছেন। মূল অপর ১৫১/২০০২ নং মামলার নথি খতিয়ে দেখা যায়, মূল মামলার নথিতে প্রার্থীকগনের নামীয় কোন পদাতিক বা ডাক সমন রিপোর্ট নথিতে সামিল নেই, তবে ০৯/০৭/২০০৩ ইং তারিখের ৭ নং আদেশ পর্যালোচনায় দেখা যায়, প্রার্থীকগণ সহ বিবাদীদের নামীয় সমন যথারীতি জারি হয়ে ফেরত আসে। প্রার্থীকগনের উপর মূল মামলার সমন জারি হয়নি মর্মে **Pt.W.1** এর দাবি আমার নিকট বিশ্বাসযোগ্য প্রতীয়মান হয়নি কেননা ২ নং প্রার্থীক OPW-2 নিজে জবানবন্দি দিয়ে স্বীকার করেছেন যে তারা মূল মামলা ও ডিক্রী বিষয়ে জানতেন এবং তিনি ও তার বোনেরা অত্র মিস মামলা করার জন্য আম-মোক্তার কে বলেননি এবং আম-মোক্তার ইচ্ছাকৃতভাবে অত্র মামলা করেছেন। উল্লেখ্য যে মূল মামলার ৭ নং বিবাদী অত্র মিস মামলার ২ নং প্রার্থীক যিনি ১ নং প্রতিপক্ষের স্ত্রী হন এবং অন্যান্য প্রার্থীকগণ প্রতিপক্ষের আপন শ্যালিকা হন। প্রতীয়মান হয় যে ১ নং প্রতিপক্ষ ও ২ নং প্রার্থীক পরস্পর স্বামী-স্ত্রী এবং তারা সকলে নিকট আত্বীয় স্বজন। যেখানে মূল মামলার বাদী ও ৭ নং বিবাদী স্বামী- স্ত্রী এবং অন্যান্য প্রার্থীকগণ একই পরিবারভুক্ত এবং তারা পরস্পর নিকট আত্বীয়, সেখানে মূল মামলা বিষয়ে বিবাদী/প্রার্থীকগণ জানত না ইহা স্বাভাবিক বাস্তবতা নিরিখে বিশ্বাসযোগ্য নহে। সার্বিক বিবেচনায় আমি মনে করি মূল মামলার সমন প্রার্থীকগনের বরাবর যথারীতি জারি হয়েছিল এবং তারা মামলা বিষয়ে সম্যক অবগত ছিলেন। মূল মামলায় তারা ইচ্ছাকৃতভাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে যাননি যেকারনে মামলাটি একতরফাসূত্রে রায় ডিক্রী হয়। যেহেতু প্রার্থীকগনেরই মূল মামলা পুনর্বহালের কোন আগ্রহ নেই সেক্ষেত্রে প্রার্থীকগনের নিয়োজিত আম-মোক্তার এর ইচ্ছা ও আগ্রহতে মূল মামলা পুনর্বহালের সুযোগ আছে বলে আমি মনে করি না। যেহেতু মুল মামলা বিষয়ে বিবাদী/প্রার্থীকগণ বরাবরই জানত এবং মূল মামলাটি ডিক্রী হবার পর দীর্ঘ প্রায় ১৮ বৎসর পর দরখাস্তকারীপক্ষ অত্র মিস মামলা আনয়ন করেছেন সুতরাং অত্র মিস মামলা মঞ্জুর হলে বাদী/প্রতিপক্ষ অত্যধিক ক্ষতিগ্রস্থ হইবে বলে আমি বিবেচনা করি। সুতরাং ন্যায় বিচারের স্বার্থে অত্র মিস মোকদ্দমা না-মঞ্জুরযোগ্য হইতেছে। এভাবে বিবেচ্য বিষয়ের সিদ্ধান্ত দরখাস্তকারীপক্ষের প্রতিকূলে গৃহীত হইল।

প্রদত্ত কোর্ট ফি পর্যাপ্ত।

অতএব

আদেশ হয় যে,

অত্র মিস্ মামলা ১ নম্বর প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে দোতরফাসূত্রে এবং ২-১৯ নং বিবাদী/প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে এক-তরফাসূত্রে বিনা খরচায় না-মঞ্জুর করা হলো।

সংশ্লিষ্ট রেজিস্ট্রারে প্রয়োজনীয নোট প্রদান করা হোক।